# 26119 - বগিত বছরসমূহরে যাকাতরে কাযা পরশিোধ

প্রশ্ন

ইসলামরে সরল পথ থকেে দূরে থাকার কারণে বগিত বছরগুলোতে আমি যাকাত আদায় করনি। গত বছর থকেে আমি ইসলামে ফরিে এসছে- আলহামদু লল্লিাহ্-। আমি সম্পদ উপার্জন করছ। আমার সম্পদরে যাকাত আদায় করতে চাই এবং বগিত বছরগুলোতে যা করছে আমি সটোর প্রতকিার করতে চাই; যদি সম্ভব হয়। আমার পূর্বরে কছিু ঋণ আছ; যগেুলো এখনও পরশিোধ করতে পারনি। আমি বগিত বছরগুলোর যাকাত কভিাবে আদায় করব? এভাবে আদায় করলে কি কবুল হব? যহেতেু আমি বগিত বছরগুলোতে আদায় করনি? এখনও আমি হারাম ঋণগুলো পরশিোধ করছ।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আপনি হদোয়তে পাওয়ায় আমরা আল্লাহ্র প্রশংসা করছ। আমরা আল্লাহ্র কাছে দোয়া করছ তনিি যনে আপনাকে হদোয়তেরে উপর অটল রাখনে। জনেে রাখুন, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তনিি বান্দার তওবাতে খুশি হন – যদওি তনিি মাখলুকরে প্রতি মুখাপক্ষেী নন-। আমরা আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করছ তনিি যনে আপনার উপর তাঁর অনুগ্রহ আরও বাড়য়িে দনে।

আপনার উপর অপরহিার্য হল বগিত বছরগুলোতে যে পরমিাণ অর্থ আপনার মালকিানাধীন ছলি সটো থকেে প্রত্যকে বছররে ঋণ বাদ দয়িে বাকী অর্থরে যাকাত পরশিোধ করা। যদি আপনি প্রত্যকে বছররে সম্পদরে হসিাব কত তা নশ্চিতিভাবে জানতে পারনে তাহলে সে সম্পদরে যাকাত আদায় করা আপনার উপর ফরয। যদি আপনি সঠকি হসিাব জানতে না পারনে তাহলে সতর্কতার সাথে অনুমান করে এর ভত্তিতিে যাকাত আদায় করবনে।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি:

এক লোক পাঁচ বছর যাকাত পরশিোধে অবহলো করছে। এখন সে তওবা করছে। তার তওবার কারণে কি সে যাকাত পরশিোধ থকেে অব্যাহতি পাব? যদি অব্যাহতি না পায় তাহলে সমাধান কী? এ সম্পদরে পরমিাণ ছলি দশ হাজাররেও বশেি। এখন পরমিাণ কত সটো তার জানা নইে।

জবাবে তনিি বলনে:

যাকাত একদকিে আল্লাহ্র ইবাদত, অন্যদকিে ফকরিদরে অধকিার। কোন মানুষ যদি যাকাত দতিে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে সে দুইটি অধকিার লঙ্ঘন করে: আল্লাহ্র অধকিার এবং ফকরিদরে অধকিার বা যাকাতরে অন্য প্রাপকদরে অধকিার।

যদি সে ব্যক্তি পাঁচ বছর পর তওবা করনে- যমেনটি প্রশ্নে উল্লখে করা হয়ছে- সক্ষেত্রে আল্লাহ্র অধকিার থকেে সে অব্যাহতি পয়েছে। কনেনা আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "আর তনিইি তাঁর বান্দাদরে তাওবা কবুল করনে ও পাপসমূহ মোচন করনে।"[সূরা শুরা, আয়াত: ২৫]

তবে দ্বতিীয় অধকিারটি বহাল আছ। সটো হচ্ছে যাকাতরে হকদার ফকরি বা অন্যান্য প্রাপকদরে অধকিার। তাই সে ব্যক্তরি উপর ফরয এ সকল লোকদরে কাছে যাকাতরে সম্পদ হস্তান্তর করা। যদি তার তওবা শুদ্ধ হয় তাহলে আশা করা যায় সে ব্যক্তি যাকাত পরশিোধ করার সওয়াব পাবনে। কনেনা আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রশস্ত।

আর যাকাতরে পরমিাণ নর্িধারণরে জন্য সে ব্যক্তি সাধ্যানুযায়ী অনুমান করার চষ্টো করব। আল্লাহ্ কোন মানুষকে তার সাধ্যরে বাইরে দায়ত্বি দনে না। উদাহরণতঃ দশ হাজার (রয়িালরে) এক বছররে যাকাত হবে দুইশত পঞ্চাশ (রয়িাল)। যদি যাকাতরে পরমিাণ হয় দুইশত পঞ্চাশ (রয়িাল) তাহলে প্রত্যকে বছররে যাকাত হসিবেে দুইশত পঞ্চাশ রয়িাল আদায় করব। তবে, কোন কোন বছর যদি সম্পদরে পরমিাণ কছিু বড়েে থাকে তাহলে অতরিক্তি অংশরেও যাকাত আদায় করতে হব। আর যদি কোন কোন বছর সম্পদ কছিু কমে গয়িে থাকে তাহলে সে ঘাটতরি পরমিাণ যাকাত থকেে বাদ যাব।

[আসয়লিাতুল বাব আল-মাফতুহ (প্রশ্ন নং-৪৯৪, আসর নং-১২)

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।